দৈনিক
ইত্তেফাক

12 FEB 2015

৮ সম্পাদকীয়

# পাঠ্যপুস্তকেও পেট্রোলের আগুন

দেশে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ মাসাধিককাল অতিক্রম করিয়াছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সিরিজ এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক হরতাল কর্মসূচী অব্যাহত আছে। এই অবরোধ-হরতাল চলাকালে ইতোমধ্যে নানা মানবিক ট্রাজেডি তৈরি হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইসব ট্রাজেডির সাক্ষী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ইউনিট। বলাবাহুল্য, এখন গোটা দেশই যেন বার্ন ইউনিটে পরিণত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও স্থানে পেট্রোল ও ককটেল বোমার উৎপাত এখনও থামিয়া নাই। ইহারই মধ্যে দেশে কয়েকদিন আগে এইরূপ নাশকতায় নূতন মাত্রা তৈরি হইয়াছে। প্রথমত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া উপজেলার জামালদি বাসস্ট্যান্ডে প্রাথমিক পর্যায়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারি বই বোঝাই ট্রাকে পেট্রোল বোমা হামলা-চালানো হইয়াছে। ইহাতে চালক আহত হওয়াসহ পেট্রোল বোমার আগুনে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ৩৮ হাজার বই। দ্বিতীয়ত ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় একটি কাভার্ডভ্যান থামাইয়া পেট্রোল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পুড়িয়া মারা যায় কাভার্ডভ্যানে থাকা ১১ হাজার মুরগি। তৃতীয়ত ময়মনসিংহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে পেট্রোলবোমা হামলা করা হইয়াছে। ইহাতে একটি কক্ষের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তথা দলিল ও ফাইলপত্র পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

উপরোক্ত তিনটি ব্যতিক্রমী নৃশংসতার ঘটনা সাধারণ ও সংবেদনশীল মানুষকে আরও ভাবাইয়া তুলিয়াছে। নৃশংসতা কি সর্বব্যাপী রূপ লাভ করিতেছে তথা সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে? পাঠ্যপুস্তক পুড়াইয়া দেওয়ার মাধ্যমে হামলাকারীরা জনগণকে আসলে কী বার্তা দিতে চাহিতেছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। কোমলমতি শিশুরাই বা এই ঘটনাকে কীভাবে নিবে তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। ইহা তাহাদের কচিমনে স্থায়ী দাগ না কাটিয়া পারে না। এইভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মের ওপর নানামাত্রিক মানসিক চাপ তৈরি হইতেছে বৈকি। একদিকে চলমান অবরোধ-হরতালের কারণে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার্থী এবং তাহাদের অভিভাবকগণ মহা দুশ্চিন্তায় আছেন। পরীক্ষার সিডিউলে দেখা দিয়াছে বিপর্যয়। ইহাতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে মনোযোগ নষ্ট হইতেছে এবং তাহারা ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম তথা পড়াশোনাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অনেক স্কুলে এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক পৌঁছে নাই। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি বই পাইলেও তাহারা অন্যান্য সহায়ক বই পায় নাই। এইসবের মূল কারণ পরিবহন সংকট। আমরা চিকিৎসার ন্যায় শিক্ষা খাতকে এইরূপ রাজনৈতিক কর্মসূচীর বাহিরে রাখার আহ্বান জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট মহলের শুভবুদ্ধির উদয় হইতেছে না।

অন্যদিকে কাভার্ডভ্যানে আগুন লাগাইয়া জীবন্ত ও অবলা মুরগি পুড়াইয়া মারা চরম নৃশংসতার পরিচায়ক। এই কাজ যেই বা যাহারাই করিয়া থাকুক না কেন, তাহারা মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না। তাহারা সীমারের চাইতেও পাষাণ। একইভাবে ভূমি অফিসে হামলার কী হেতু থাকিতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। আন্দোলন-সংগ্রামের সময় পুলিশ ফাঁড়িতে বা পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা নূতন নহে। কিন্তু যেইখানে সকলের জমির রেকর্ড ও নথিপত্র সংরক্ষিত থাকে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অফিসে হামলা সত্যিই ন্যক্কারজনক। আমরা এই তিন রকম নূতন ধরনের সহিংসতা ও নৃশংসতার তীব্র নিন্দা জানাই। একইসঙ্গে বাসে-ট্রাকে সাধারণ যাত্রী ও নিরপরাধ মানুষের ওপর হামলার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করি। এই পরিস্থিতি মোটেও কাম্য নহে। আমরা নৃশংস ঘটনার তদন্ত কামনা করি এবং এ জন্য দোষী ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি চাই।